1514/05/2020

আনন্দবাজার পত্রিকা ২২/০৩/২০২০

কাতা

‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র ট্রেনে মহিলা কামরা অরক্ষিতই

রাত বাড়লেই ফাঁকা হয়ে যায় লোকাল ট্রেনের কামরা। তলানিতে ঠেকে মহিলা কামরার যাত্রী-সংখ্যা। অঘটন ঘটলে তবেই নিরাপত্তার প্রসঙ্গ ওঠে। পরিকাঠামোর অভাবের দোহাই দিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

ওত পেতে বিপদ/১

দীক্ষা ভুঁইয়া

রাত ১০টা ২৭ মিনিট। সোনারপুর লোকালের মহিলা কামরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন গোটা কামরায় সওয়ার মাত্র তিন জন। এক জন তরুণী যাত্রী, এই প্রতিবেদক এবং অন্য জন মহিলা হকার।

ট্রেনের কামরার ভিতরেই রয়েছে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড। মহিলা-কণ্ঠে গন্তব্যস্থল এবং পরবর্তী স্টেশনের নাম ঘোষণাও চলছে ট্রেনে। যা ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র নতুন সংস্করণ। কিন্তু যেটা নেই, তা হল মহিলা কামরায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা। শিয়ালদহ ছেড়ে পার্ক সার্কাসের দিকে যাওয়ার মাঝপথেই অন্ধকারে থমকে গেল ট্রেন। কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়ানোর পরে ফের ট্রেন চলতে শুরু করল। পার্ক সার্কাস স্টেশন থেকে কোনও যাত্রীই উঠলেন না। এ বার পরবর্তী গন্তব্য বালিগঞ্জ। ফের স্টেশন আসার আগেই থেমে গেল ট্রেন। কামরায় তখনও তিন জন! ফিরতি পথে বাঘা যতীন থেকে শিয়ালদহের মধ্যে ধরা পড়ল একই রকম ছবি।

মঙ্গলবার রাতের সোনারপুরগামী ওই ট্রেন এবং ফিরতি পথের মহিলা কামরায় ছিলেন না নিরাপত্তারক্ষী। যদি কোনও বিপদ ঘটে? নিশ্চয়ই চেন টানলে ট্রেন থেমে যাবে। কিন্তু কোথায় চেন? বহু লোকাল ট্রেনের কামরায় চেনের দেখা মেলে না। কোথাও আবার চেন থাকলেও তা কাজ করে না। ট্রেনের আওয়াজে মোবাইলে কথা ঠিক মতো শোনা যায় না। এমনকি, কোনও কোনও জায়গায় চলন্ত ট্রেনে মোবাইলের টাওয়ারও থাকে না। ফলে বিপদগ্রস্ত মহিলা যাত্রীকে পরবর্তী স্টেশনের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া কার্যত কিছু করার থাকবে না।

রাতের মহিলা কামরার এই ছবি বুঝিয়ে দিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও কত ঠুনকো। সোমবার, দোলের দিনই শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবারগামী লোকালে মহিলা কামরা লক্ষ্য করে পলিথিন ব্যাগে মূত্র ছোড়া হয়েছিল। অভিযোগ, পার্ক সার্কাস স্টেশনে ট্রেন ঢুকলে ওই প্যাকেট এক তরুণীর গায়ে এসে পড়ে। এই প্রথম নয়। সম্প্রতি পার্ক সার্কাস-বালিগঞ্জ স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় মহিলা কামরা লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছিল। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এক বালিকার চোখ। অভিযোগ উঠছে, রাতের ফাঁকা মহিলা কামরায় অবাধে ছেলেরাও উঠে পড়েন। শুধু শিয়ালদহ থেকে দক্ষিণ শাখার ক্ষেত্রেই নয়, মেন লাইনেও রাতের ট্রেনে নিরাপত্তারক্ষী থাকেন না বলেই